Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

শীতলপাটি

> হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার ধারণা এসেছে সত্যের সাধনা এবং জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকে।
>
> মহাত্মা গান্ধী

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। 'রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব'(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

1 NO POVERTY

5 GENDER EQUALITY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

শীতলপাটি মানে বসলে বা শুলে শরীর জুড়িয়ে যায় এমন পাটি, যা সাধারণত বাংলার বাড়িগুলিতে দেখা যায়।

এই ঐতিহ্যবাহী পাটি, মূর্তা নামে একটি জলজ উদ্ভিদের কাণ্ডের ফালিগুলি বুনে তৈরি হয়। পাটির আরাম ও সৌন্দর্য নির্ভর করে পাটিশিল্পীদের দক্ষতা, বোনার প্যাটার্ন এবং রং ও ডিজাইনের উদ্ভাবনী প্রয়োগের ওপর। শীতলপাটি বোনা একটি পারিবারিক কাজ। এখানে পুরুষরা ব্যস্ত থাকেন মূর্তা চাষ ও ফালি তোলার কাজে, মহিলারা মূলত বোনার কাজ করেন।

শীতলপাটির ইতিহাস

শীতলপাটি বলতে বোঝায় ঠান্ডা পাটি। কথাটা তৈরি হয়েছে ‘শীতল’ এবং ‘পাটি’ দুটি বাংলা শব্দ জুড়ে। শীতলপাটির ইতিহাস আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। মূর্তা মূলত জন্মায় – সিলেট, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালি, ফেনি এবং চট্টগ্রামের জলাভূমিতে। গোটা বাংলাদেশ জুড়েই মানুষ এই পাটিগুলিকে বসা, শোয়া এবং প্রার্থনার জন্য ব্যবহার করেন। দেশভাগের পর শীতলপাটি বোনার ঐতিহ্য পৌঁছয় ভারতে, শীতলপাটি বোনা এবং তা বিক্রি করা ছাড়া এরা আর কিছুই জানতেন না।

পশ্চিমবঙ্গের একটি শহর কোচবিহারে আগে ছিল কোচ রাজাদের রাজত্ব। এটা শীতলপাটি বোনার কেন্দ্র। কোচবিহারের ঘুঘুমারির ১৪ হাজার পরিবার এই হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। পাটিগুলিতে একইসঙ্গে থাকে ঐতিহ্যবাহী এবং সমসাময়িক প্যাটার্ন ও নকশা। শিল্পীদের সৃজনক্ষমতা সেগুলিকে সূক্ষ্ম ও স্বতন্ত্র করে তোলে।

শীতলপাটির বৈচিত্র্য

কমলকোষ, মিহি শীতল, ভূষণাই পাটি, মোটা শীতল, ডালার পাটি সবমিলিয়ে শীতলপাটির নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। সাধারণ শীতলপাটি বেশিরভাগই তেরছাভাবে বোনা হয়। দুটি অথবা তিনটি ফালির একটি অন্যটির ওপর দিয়ে বোনা হয় (এগুলিকে বলা হয় দোগাছা বা তিনগাছা)। সরল ও সোজাভাবে বোনা প্যাটার্নটির স্থানীয় নাম চিকনাই। মসৃণ টেক্সচার এবং সূক্ষ্ম বুননে কমলকোষ এবং ভূষণাই পাটি সূক্ষ্মতম হয়ে ওঠে। তেরছা বুননের সাহায্যে কমলকোষে নানা ধরনের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয় এবং সূক্ষ্ম ও মসৃণ ফালির সাহায্যে ভূষণাইতে ফুটে ওঠে চমৎকার ডিজাইন ও মনভোলানো নকশা।

শীতলপাটির বুনন

১) সাধারণ পাটি
২) কমলকোষ
৩) রঙিন পাটি
৪) হরফ দেওয়া পাটি
৫) অসমান বেতগুলিকে কেটে সমান করা
৬) মুড়িবান্ধা
৭) নতুন বুননের পাটি

1

2

3

4

5

6

7

শীতলপাটি বুননে ব্যবহৃত নানা মোটিফ

১) প্রজাপতি মোটিফ
২) ঐতিহ্যবাহী বিয়ের মোটিফ
৩) পদ্ম মোটিফ
৪) হরিণ মোটিফ
৫) হাতি মোটিফ
৬) ময়ূর মোটিফ

1

2

3

4

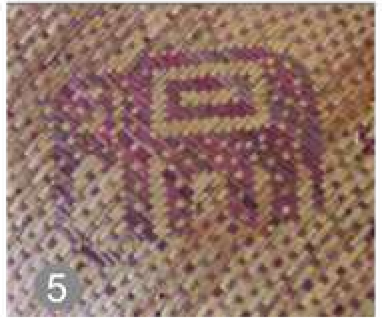
5

6

শীতলপাটি বুননের প্রক্রিয়া

বেতের ফালি তৈরি করা, রং করা, ডাই করা এবং বোনা সবমিলিয়ে শীতলপাটি বুননের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। মূর্তা গাছের কাণ্ড এবং শাখাগুলি থেকে তৈরি হয় ফালি। প্রথমে ফালি করার জন্য কাণ্ডগুলিকে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া হয়। ধোয়ার পর সেগুলি শুকোতে দেওয়া হয় রোদে। তারপর সেগুলিকে দৈর্ঘ্য অনুযায়ী সমানভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। এরপর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে তা আরও চার ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলিকে ফালি করা হয় দৈর্ঘ্য ও ঘনত্ব অনুযায়ী। কাটার পর ফালিগুলির গুণমান বাড়ানোর জন্য রং করা ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পাটির মান নির্ভর করে গাছের কাণ্ড ও শাখার বিভিন্ন স্তর, ফালিগুলির সূক্ষ্মতা এবং বানানোর প্রক্রিয়ার ওপর।

কোচবিহার ১ ও ২ ব্লক

তুফানগঞ্জ ব্লক

মাথাভাঙা ব্লক

দিনহাটা ব্লক

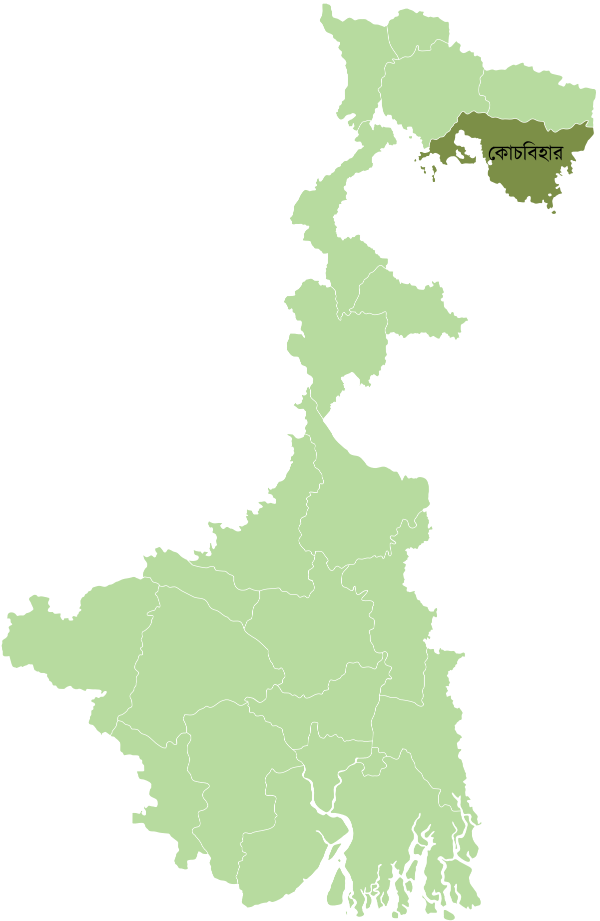

হস্তশিল্প কেন্দ্র

শীতলপাটি একটি হস্তশিল্প হিসেবে আরসিসিএইচ প্রকল্পের আওতায় এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ১, কোচবিহার ২, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙা এবং দিনহাটা ব্লককে নিয়ে গড়ে উঠেছে শীতলপাটি ক্লাস্টার। কোচবিহারের ঘুঘুমারি ও তার সংলগ্ন এলাকা শীতলপাটির প্রধান কেন্দ্র।

মোট শিল্পী - ৩৮০৭

মহিলা শিল্পীদের শতাংশ - ৬১%

ঘুঘুমারি

কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের ঘুঘুমারি শীতলপাটির এক অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সপ্তাহে দুবার ঘুঘুমারিতে শীতলপাটির হাট বসে, এটা শীতলপাটির বৃহত্তম হাট। এখানে ব্যবসায়ীরা পাটিশিল্পীদের কাছ থেকে সরাসরি কেনেন। বহু বছর ধরে আস্তে আস্তে এই হাট গড়ে উঠেছে। অনেক বুনন শিল্পী এখন হয়ে উঠেছেন ক্ষুদ্র উদ্যোগী, তাদের নিজস্ব ইউনিট আছে। তারা শুধুমাত্র পাটি তৈরি করেন না, আরও নানা ধরনের উদ্ভাবনী ও বৈচিত্র্যময় সামগ্রীও তৈরি করেন। সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণেই ঘুঘুমারি হয়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক পর্যটনের এক আদর্শ গন্তব্য।

শীতলপাটি বুনন শিল্পী

শীতলপাটি শিল্প গোটা কোচবিহার জুড়ে ছড়িয়ে থাকলেও একাজে বিখ্যাত এলাকাগুলি হল, ঘুঘুমারি, ধালুয়াবাড়ি, আঠারোমালা, গাঙ্গালের কুঠি, পুষ্পডাঙ্গা এবং তুফানগঞ্জ ১ এর দেওচড়াই, ঘোগারকুঠি এবং দিনহাটা ১ এর বাইশগুড়ি। কিছু শিল্পী এখন নিজেরাই উদ্যোগ গড়েছেন, এরা নিজেদের ইউনিট চালান। পিন্টু দত্ত এবং পূর্ণ চন্দ্র দত্ত বড়ো উদ্যোগী। সন্তোষ ভৌমিক একজন খুব দক্ষ শিল্পী। রঙিন বেতের গুচ্ছ দিয়ে তিনি নানা ধরনের পাটি বোনেন।

কোচবিহার এবং তুফানগঞ্জে শিল্পীদের সমিতি রয়েছে। কোচবিহার ১ নম্বর ব্লক পাটিশিল্প সমবায় সমিতি পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন প্রদীপ দে এবং রামচন্দ্র পাল। কাজল পাল এবং মনীন্দ্র চন্দ্র দে পরিচালনা করেন তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লক পাটিশিল্প সমবায় সমিতি। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের রুরাল ক্রাফট হাব উদ্যোগে ঘুঘুমারিতে গড়ে উঠেছে একটি গ্রামীণ হস্তশিল্প কেন্দ্র।

শিল্পী

ঘুঘুমারি, কোচবিহার - ১

প্রদীপ রায়	8670805055
রামচন্দ্র পাল	9883996542
সন্তোষ ভৌমিক	6296703152
রিনা দে	7430959790
মালতি ধর	7001770175
সুশমা দে	7908252137
সন্ধ্যা রানি দে	8906215794
গিতা রানি পাল	9749241908
জ্যোৎস্না দত্ত	9064745638

তুফানগঞ্জ - ১

কাজল পাল	9382043762
মনিন্দ্র চন্দ্র দে	8016390114
ভজন দে	7811054684
শিপ্রিতি দে	7866894218

পণ্যদ্রব্য

শীতলপাটি আগে সাধারণত শোয়ার পাটি হিসেবেই ব্যবহৃত হত। কিন্তু কালক্রমে বুনন দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির কারণেই বুনন শিল্পীরা এখন তৈরি করছেন ব্যাগ, ফোল্ডার, টুপি, মোবাইল কভার, কোস্টার, প্যানেল ও গৃহসজ্জার নানারকম সামগ্রী।

পাটি

ব্যাগ

ল্যাপটপ কভার

পার্স ও পাউচ

পাত্র

গাছ রাখার জায়গা

ট্রে

লোকশিল্প কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ-এর পরিকাঠামোগত সহায়তায় ঘুঘুমারিতে গড়ে উঠেছে শীতলপাটির একটি কমিউনিটি মিউজিয়াম ও সম্পদ কেন্দ্র। স্থানীয় শিল্পীরাই এটা পরিচালনা করেন। এই মিউজিয়াম ও সম্পদ কেন্দ্রটি ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটির প্রচার-প্রসার, সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় কাজ করে চলেছে। ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটি ছাড়াও বিভিন্নরকম বৈচিত্র্যময় শীতলপাটি এখানে এলে অতিথিরা দেখতে পাবেন এবং কীভাবে শীতলপাটি বোনা হয় সেটাও এই সম্পদকেন্দ্রে দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

www.rcchbengal.com | www.naturallybengal.com

www.facebook.com/RuralCraftandCulturalHubs
www.facebook.com/NaturallyBengal

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal